ইউনিট-৪

প্রভু যীশুর শিক্ষা ও উপদেশ

ভূমিকা

মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হলো পূর্ণতা বা স্বর্গসুখ লাভ করা। এ স্বর্গসুখ লাভের আশায় মানুষ মেনে চলে কতকগুলো নিয়মনীতি বা শিক্ষা। প্রভু যীশু এ পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষকে বিভিন্ন বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে, যাতে মানুষ তাঁরই সঙ্গে স্বর্গীয় পিতার রাজ্যের সহভাগী হতে পারে। মুক্তির আনন্দ যেন মানুষ উপভোগ করতে পারে স্বর্গীয় প্রেম, শান্তি ও আনন্দের মধ্য দিয়ে। মুক্তির এ বাণী প্রভু যীশু প্রচার করেছিলেন তাঁর বিভিন্ন শিক্ষা ও কাজের মধ্য দিয়ে। বাইবেলে প্রভু যীশুর দেওয়া এ শিক্ষাগুলো আমাদের জীবনের সংবিধানস্বরূপ।এ শিক্ষাগুলো মনে রাখতে পারলে ও মেনে চললে আমাদের জীবন হয় সুখী ও আনন্দময় এবং আমাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় খ্রীষ্টের প্রেম, শান্তি ও আনন্দ।

প্রভু যীশুর পর্বতে প্রদত্ত উপদেশ থেকে আমরা শিক্ষা পাই কিভাবে দুঃখকষ্ট ও নির্যাতনকে জীবনে গ্রহণ করতে হবে। জীবনের বিভিন্ন অবস্থাকে গ্রহণ করতে যে সমস্ত গুণাবলীর প্রয়োজন সেগুলোই প্রভু যীশু শিক্ষা দিয়েছেন অষ্টকল্যাণ বাণীর (অষ্টসুখপন্থা) মধ্য দিয়ে। প্রতিদিনের জীবনে আমরা যে মানবিক দুর্বলতার শিকার হই যেমন– ক্রোধ, অহংকার, প্রতিশোধের মনোভাব, ইত্যাদি আমাদের জীবনকে কিভাবে বিপর্যস্ত ও ভারাক্রান্ত করে এবং কিভাবে এসব দুর্বলতাকে জয় করা যায় সে বিষয় প্রভু যীশু আমাদের জানিয়েছেন তাঁর শিক্ষার মধ্য দিয়ে। প্রতিদিনের জীবনে পবিত্র থাকতে ও পবিত্রতাকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে শুচিতা, দান, প্রার্থনা ও উপবাসের বিষয়ে দেওয়া যীশুর শিক্ষাগুলো আমাদের নব-দৃষ্টি দান করে। জীবনে চলার পথে যারা আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করে বা আমরা যাদেরকে শত্রু মনে করি তাদেরকে কিভাবে প্রকৃত মিত্র বা বন্ধু হিসেবে পাওয়া যায় সে শিক্ষা প্রভু যীশু আমাদের দিয়েছেন। এ ইউনিটের পরবর্তী পাঠগুলো থেকে আপনি পাবেন আপনার জীবন পথে চলার অনুপ্রেরণা ও সাহস এবং বেঁচে থাকার আনন্দ।

পাঠ–১ : পর্বতের উপরে প্রভু যীশুর শিক্ষা ও উপদেশ (অষ্ট-সুখপন্থা বা কল্যাণবাণী) (মথি ৫:১-১৬)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- কারা ধন্য বা সুখী সে সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্বর্গরাজ্যের দাবীগুলো কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নিজ জীবনে ধার্মিকতার গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৪.১.১

একদিন লোকের ভিড় দেখে যীশু কাছের পাহাড়টায় গিয়ে উঠলেন। তিনি সেখানে বসলেন, তখন শিষ্যেরা তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন এবং তিনি তাঁদের উপদেশ দিতে শুরু করলেন। তিনি এই কথা বললেন:

৪.১.২

অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা – স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
দুঃখ-শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা – তারাই পাবে সান্ত্বনা।
বিনয়ী কোমলপ্রাণ যারা, ধন্য তারা – প্রতিশ্রুত দেশ একদিন হবে তাদেরই আপন দেশ।
ধার্মিকতার দাবি পূরণের জন্যে তৃষিত ব্যাকুল যারা, ধন্য তারা – তারাই পরিতৃপ্ত হবে।
দয়ালু যারা , ধন্য তারা – তাদেরই দয়া করা হবে।
অন্তরে যারা পবিত্র, ধন্য তারা – তারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে।
শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা – তারাই পরমেশ্বরের সন্তান ব'লে পরিচিত হবে।
ধর্মনিষ্ঠ ব'লে নির্যাতিত যারা, ধন্য তারা – স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

৪.১.৩

আর ধন্য তোমরা, আমার জন্যে লোকে যখন তোমাদের অপমান করে, নির্যাতন করে, যখন তোমাদের নামে তারা নানা মিথ্যা অপবাদ রটায়।তখন আনন্দ ক'রো, উল্লাস ক'রো তোমরা, কারণ স্বর্গলোকে তোমাদের জন্যে সঞ্চিত হয়ে আছে এক মহা পুরস্কার। তোমাদের আগেকার প্রবক্তারাও তো ঠিক একইভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন।

৪.১.৪

তোমরা যেন এই পৃথিবীর নুনেরই মতো! কিন্তু নুনের নিজস্ব স্বাদটা যদি একবার নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কী ক'রেই বা তাকে আবার নোন্‌তা করা যাবে? সুতরাং তা আর কোন কাজেও লাগবে না। তখন তা শুধু বাইরে ফেলে দেওয়াই যেতে পারে, যেখানে লোকে যাবার সময় তা মাড়িয়ে চলে যাবে! ...

৪.১.৫

আবার তোমরা যেন এই জগতের আলোরই মতো! পাহাড়ের ওপর কোন শহর তো কখনো মানুষের চোখের আড়ালে থাকতে পারে না! ... বাতি জ্বালিয়ে লোকে তা কখনো ধামার নিচে রাখে না; তা রাখে বাতিদানেই; তবেই তো বাড়ির সবাই আলো পায়।

৪.১.৬

মানুষের সামনেও তোমাদের আলো তেমনিভাবেই উজ্জ্বল হয়ে জ্বলুক, যাতে তোমাদের সৎকর্ম দেখে সকলেই তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতার বন্দনায় মুখর হয়ে ওঠে।

সার-সংক্ষেপ

পর্বতের উপরে যীশুর ঘোষিত আটটি সহজ সরল বাণীর মধ্যে আছে মানুষের কল্যাণ ও সুখ লাভের উপায়সমূহ। এখানে পাই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা যেমন, মানুষের অভাব, দরিদ্রতা, দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন। স্থিরচিত্তে জীবনের এসব প্রতিকূল বাস্তবতায় অবিচল থেকে সঠিকপথে জীবন যাপন করতে পারলেই ঐশরাজ্যে প্রবেশ করা যাবে। যারা যীশুর দেওয়া নিয়ম-নীতি স্বেচ্ছায় ও অন্তর দিয়ে পালন করে তারাই ধন্য। আর এরূপ ধন্য শ্রেণীভুক্ত মানুষ ঈশ্বরের উপর আস্থা রেখে জীবন-সংগ্রামে জয় লাভ করে পায় পূর্ণ আনন্দ ও শান্তি। মানুষের আত্মত্যাগ, ভ্রাতৃপ্রেম ও অন্তরের পবিত্রতাই স্বর্গীয় আনন্দ ও সুখ লাভের উপায়স্বরূপ। ঈশ্বরের পথে যারা চলে তারা পৃথিবীতে লবণ ও আলোর মতো। এদের ধার্মিকতা পৃথিবীতে আনে কল্যাণ ও অপার শান্তি।

মনে রাখুন

"অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা – স্বর্গরাজ্য তাদেরই।"

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

অন্তরে যারা দীন

যারা নিজেদের অযোগ্য বলে জানে এবং ঈশ্বরের দয়ার উপর নির্ভর করে চলে তারাই অন্তরে দীন। যারা যথাসাধ্য নিষ্পাপ হয়ে জীবন যাপন করতে চেষ্টা করে, যাদের প্রতিটি অভিপ্রায়ে সত্যবোধ থাকে এবং প্রতিটি কাজে অকপট সাধুতা থাকে, যারা সম্পূর্ণ নির্লোভ ও নিরাসক্ত, যারা খাঁটি তারাই অন্তরে দীন।

অষ্ট-সুখপন্থা বাণী

কফরনাহুম শহরের কাছে পর্বতের উপর যীশু তাঁর শিষ্যদের ও মানব সমাজের জন্য যে আটটি বাণী দিয়েছিলেন তা হলো অষ্ট-সুখপন্থা বাণী। এগুলোকে আটটি কল্যাণবাণীও বলা চলে। বাণীগুলোতে আমরা পাই মানব কল্যাণ ও সুখ লাভের উপায়সমূহ।এ বাণীগুলোতে ফুটে উঠেছে মানব সমাজের বাস্তবতায় মানুষের জীবন – তাদের দুঃখকষ্ট, দরিদ্রতা, অন্যায্যতা ও শোষণ-নির্যাতন। এ বাণীগুলো অনুসরণ করে যারা জীবন যাপন করে তাদের জন্য রয়েছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত আশীর্বাদ, জীবনের পূর্ণতা ও আনন্দময় সুখ।

জগতের লবণ ও আলো

প্রভু যীশু পর্বতের উপরে অষ্ট-কল্যাণবাণী ঘোষণার পরপরই তাঁর শিষ্যদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাঁদেরকে জগতের লবণ ও আলোর সাথে তুলনা করেন। লবণ-এর বৈশিষ্ট্য হলো সবরকম খাবারকে সুস্বাদু করা ও পচনের হাত থেকে রক্ষা করা। আর আলো হলো অন্ধকার দূর করে আলোকিত করা, মানুষকে পথ দেখানো, ভয় দূর করে চলার শক্তি দেওয়া। শিষ্যদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নিঃস্বার্থভাবে বিনম্রচিত্তে, নীরবে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে মানবসেবায় স্বেচ্ছায় নিজেদের বিলিয়ে দেওয়া। খ্রিষ্টিয় জীবনাদর্শ অনুযায়ী মানুষকে পতনের হাত থেকে উদ্ধার করা ও ঈশ্বরের পথ

প্রদর্শক হিসাবে মানব সমাজে কাজ করাই হলো শিষ্যদের অন্যতম প্রধান কাজ। যেহেতু আমরা খ্রিষ্টের অনুসারী সেহেতু আমরা প্রত্যেকেই তাঁর শিষ্য। সুতরাং জগতের লবণ ও আলো হয়ে ওঠা ও অন্যকে তা হয়ে উঠতে সাহায্য করা আমাদের খ্রিষ্টিয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্বর্গরাজ্য কাদের জন্য?
- ক) অন্তরে দীন ও নির্যাতিত যারা
- খ) আনন্দ ও উল্লাস করে যারা
- গ) বিনয়ী কোমলপ্রাণ যারা
- ঘ) দীক্ষাস্নান পেয়েছে যারা

২। পরমেশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে কারা?
- ক) যারা অনেক দান করে
- খ) যারা শান্তি স্থাপন করে
- গ) যারা অপমান সহ্য করে
- ঘ) যারা নিয়মিত প্রার্থনা করে

৩। ধার্মিকতার দাবি পূরণ করে যারা, তারা কী হবে?
- ক) পুরস্কারের জন্য মনোনীত হবে
- খ) শাস্তি থেকে রেহাই পাবে
- গ) নির্যাতিত হবে
- ঘ) পরিতৃপ্ত হবে

৪। বাতি কোথায় রাখলে বাড়ীর সকলে আলো পায়?
- ক) ধামার নিচে
- খ) বাতিদানে
- গ) ঘরের কোণায়
- ঘ) বাড়ির ছাদে

পাঠ−২ : ক্রোধ, প্রতিশোধ ও ক্ষমার বিষয়ে শিক্ষা
(মথি ৫:২১-২৬, ৩৮-৪২; ১৮:২১-৩৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি
- ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কেউ কোন কাজ করলে কিভাবে তার প্রতিকার করতে হবে সে সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- প্রতিশোধ নেওয়ার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ক্ষমার বিষয়ে যীশু যে শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৪.২.১ ক্রোধ ও বিবাদ সম্পর্কে যীশুর সতর্কবাণী

তোমরা শুনেছ যে, প্রাচীনকালের মানুষদের এই কথা বলা হয়েছিল: ‘হত্যা করবে না: যে-কেউ হত্যা করবে, তাকে তার জন্য বিচারসভায় জবাবদিহি করতে হবে।’ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি: যে-কেউ নিজের ভাইয়ের ওপর রাগ করবে, তাতে তার জন্যে বিচারসভায় জবাবদিহি করতেই হবে। আর ভাইকে যে ‘অপদার্থ’ বলবে, তাকে তো মহাসভাতেই জবাবদিহি করতে হবে। আর যে তাকে ‘পাষন্ড’ বলবে, তাকে নরকের আগুনেই জবাবদিহি করতে হবে। ... কাজেই তোমার নৈবেদ্য যজ্ঞবেদীতে উৎসর্গ করতে গিয়ে সেইখানে যদি তোমার মনে পড়ে যায় যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন অভিযোগ আছে, তাহলে সেখানে, যজ্ঞবেদীর সামনে, তোমার নৈবেদ্য ফেলে রেখেই ফিরে যাও। আগে ভাইয়ের সঙ্গে পুরনো সদ্ভাব ফিরিয়ে আনো, তার পরেই এসো তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে।

৪.২.২

কেউ যদি তোমার বিরুদ্ধে মামলা করতে যায়, তাহলে তুমি আর দেরী না ক’রে তোমাদের দু’জনের আদালতে পৌঁছবার আগেই সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে নাও। নইলে তোমার প্রতিপক্ষ কিন্তু তোমাকে বিচারকের হাতে তুলে দিতে পারে; তখন বিচারক তো তোমাকে তুলে দেবে প্রহরীর হাতে, আর শেষে তোমাকে কারাগারেই যেতে হবে। আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, শেষ কড়িটি শোধ না করা পর্যন্ত তুমি কিন্তু সেখান থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারবে না।

৪.২.৩ প্রতিশোধ সম্পর্কে যীশুর সতর্কবাণী

তোমরা শুনেছ যে, [প্রাচীন কালের মানুষদের] এই কথা বলা হয়েছিল: 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত।' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি: ওই ভাবে দুর্জনকে প্রতিরোধ করতে যেয়ো না! বরং কেউ তোমার ডান গালে চড় মারলে মুখ ঘুরিয়ে অন্য গালটিও তার দিকে পেতে দাও! কেউ যদি মামলা ক'রে তোমার জামাটি নিতে চায়, তবে তোমার গায়ের চাদরটিও তাকে নিতে দাও! কেউ যদি তোমাকে এক কিলোমিটার হেঁটে যেতে বাধ্য করে, তবে তার সঙ্গে বরং দুই কিলোমিটারই হেঁটে যাও! যে লোক তোমার কাছ থেকে চায়, তাকে তুমি দাও; কেউ ধার চাইলে কখনো মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না!

৪.২.৪ কাউকে ক্ষমা করতে কখনো অস্বীকার করো না

তখন পিতর এগিয়ে এসে যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন: 'প্রভু, আমার ভাই আমার প্রতি বারবার অন্যায় করলে তাকে আমার কতবার ক্ষমা করতে হবে? সাত সাতবার?' যীশু উত্তর দিলেন: "আমি বলছি, সাতবার কেন, বরং সত্তরগুণ সাতবার! তাই স্বর্গরাজ্যের এই তুলনা দেওয়া যেতে পারে: এক ছিলেন রাজা, যিনি তাঁর কর্মচারীদের সঙ্গে দেনা-পাওনার হিসাব নিকাশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি হিসাব নিকাশ করতে বসেছেন, তখন এমন একজনকে সেখানে আনা হল, তাঁর কাছে যার কোটি কোটি টাকার ঋণ ছিল। লোকটার সেই ঋণ শোধ করবার ক্ষমতা ছিল না, তাই তার মনিব হুকুম দিলেন যে, তাকে, তার স্ত্রী-পুত্রকে এবং তার যা কিছু আছে, সমস্তই বিক্রি ক'রে যেন তার ঋণটা শোধ করিয়ে নেওয়া হয়। সেই কর্মচারী তখন তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল: 'আমাকে একটু সময় দিন, আমি সমস্তই শোধ করে দেব!' এতে সেই কর্মচারীর ওপর মনিবের দয়া হল: তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন ও তার ঋণও তিনি ক্ষমা করলেন।

৪.২.৫

কর্মচারীটি সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে, সেই সময় এমন একজন সহকর্মীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল, তার কাছে যার একশো রুপোর টাকার ঋণ ছিল। তাকে ধরে, তার গলা টিপে সে তখন বলল: 'কি হে, তোমার দেনাটা শোধ ক'রে দাও!' তার পায়ে পড়ে সেই সহকর্মী তখন মিনতি জানাতে লাগল: 'আমাকে একটু সময় দাও, ভাই, আমি নিশ্চয়ই শোধ করে দেব!' কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হল না, বরং সেখান থেকে গিয়ে তার ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত তাকে জেলে পুরে রাখল। এই ব্যাপার দেখে তার সহকর্মীরা খুব দুঃখ পেল এবং তারা মনিবকে এসে সমস্ত ঘটনাটা জানাল। তখন তাকে ডেকে পাঠিয়ে মনিব বললেন: 'ওরে পাজি, আমাকে অনেক ক'রে বলেছিলি ব'লেই আমি তোর সমস্ত ঋণ ক্ষমা করেছিলাম। তেমনি তোর-ও কি উচিত ছিল না, তোর ওই সহকর্মীকে দয়া করা, যেমন আমি তোকে করেছি? তখন তার মনিব রেগে গিয়ে তাকে কারারক্ষীদের হাতে তুলে দিলেন, যাতে তার সমস্ত ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত তাকে শাস্তি-নিপীড়ন ভোগ করতে হয়।'

৪.২.৬

এর পর যীশু বললেন: "তেমনি তোমরাও প্রত্যেকে যদি নিজেদের ভাইকে অন্তর থেকে ক্ষমা না কর, তবে আমার স্বর্গনিবাসী পিতাও তোমাদের অমন দশাই ঘটাবেন।"

সার-সংক্ষেপ

যীশু চান আমরা যেন সবাই শান্তিতে, মিলেমিশে ও পারস্পরিক ভালোবাসায় জীবন যাপন করি। কিন্তু মানবিক দুর্বলতা যথা – ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ এরূপ সুন্দর জীবনযাপনে বাধার সৃষ্টি করে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মানুষ পরস্পরের বিরুদ্ধে অন্যায় ও অপরাধ করে থাকে। ক্রোধ থেকে জাগে প্রতিশোধবাসনা যা মানুষের জীবনে আনে অশান্তি এবং ছিন্ন করে ফেলে ঈশ্বরের সাথে তার মধুর সম্পর্ক। পক্ষান্তরে জীবনে শান্তি, আনন্দ ও ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে ভ্রাতৃপ্রেম ও ক্ষমার মনোভাব। প্রেমপূর্ণ ও ক্ষমাশীল হৃদয় মানুষকে দেখায় নতুনভাবে জীবন যাপনের পথ এবং দান করে এমন এক আত্মিক শক্তি যা তাকে ঈশ্বরের পথে চলতে সাহায্য করে।

মনে রাখুন

"আগে ভাইয়ের সঙ্গে পুরনো সদ্ভাব ফিরিয়ে আন, তার পরেই এসো তোমার ঐ নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে।"

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

মহাসভা

ইস্রায়েল জাতির প্রধান পরিষদ। বাবিলনে নির্বাসনের (৫৮৬ খ্রীঃপূঃ) পরে মহাসভা পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং খ্রীঃপূঃ ৪২৫ অব্দ পর্যন্ত সেই ক্ষমতা বজায় ছিল। প্রধান মহাসভা গঠিত হতো ৭০ জন যাজক, অধ্যক্ষ এবং প্রাচীনদের নিয়ে। প্রধান যাজক এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন। মহাসভায় তিন শ্রেণীর সদস্য ছিল: যাজক, প্রাচীনবর্গ এবং অধ্যক্ষ। ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্নের আলোচনা ও তার শেষ মিমাংসার জন্য যিহুদী নেতারা এ মহাসভায় মিলিত হতেন।

প্রতিশোধ

পুরাতন নিয়ম অনুসারে কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক অন্যের যে-পরিমাণ ক্ষতি সাধন করে, ঠিক সে পরিমাণ ক্ষতি করেই তাকে শাস্তি দিতে হতো। কিন্তু নতুন নিয়মে যীশু বলেন, কেউ কারো ক্ষতি সাধন করলে তার প্রতিশোধ না নিয়ে বরং তাকে ক্ষমা করে, তার প্রতি ভ্রাতৃপ্রেম, নম্রতা ও সহিষ্ণুতা দেখিয়ে তাকে জয় করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কেউ নিজের ভাইয়ের উপর রাগ করলে তাকে কী করতেই হবে?

ক) বিচারসভায় জবাবদিহি করতেই হবে	খ) প্রতিশোধ নিতেই হবে
গ) ভালোবাসতেই হবে	ঘ) রাগ করেই থাকতে হবে

২। যীশু দুর্জনের প্রতি কী করতে নিষেধ করেন?

ক) ভালবাসতে	খ) মেলামেশা করতে
গ) প্রতিরোধ না নিতে	ঘ) বন্ধু হতে

৩। কেউ অন্যায় করলে যীশু কতবার তাকে ক্ষমা করতে বলেন?

ক) সাতবার	খ) সত্তরগুণ সাতবার
গ) সাতশো গুণ সত্তর বার	ঘ) একশো সত্তর বার

৪। তোমার বিরুদ্ধে কেউ মামলা করলে আদালতে পৌঁছবার পূর্বেই কী করতে হবে?

ক) বিরোধ মিটাতে হবে	খ) বিরোধের উৎস খুঁজতে হবে
গ) নিষ্পত্তির জন্য বিচার চাইতে হবে	ঘ) বিরোধের মনোভাব ত্যাগ করতে হবে

পাঠ–৩ : শুচিতার বিষয় শিক্ষা
(মথি ৫:২৭-৩২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- মানুষ নিজেকে কিভাবে শুচি বা পবিত্র রাখতে পারে, সে বিষয়ে যীশুর শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যথাযথভাবে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৪.৩.১ অশুচিতা সম্পর্কে যীশুর সতর্কবাণী

তোমরা শুনেছ যে, [প্রাচীন কালের মানুষদের] এই কথা বলা হয়েছিল: ‘ব্যভিচার করবে না।’ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি: যে-কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসার চোখে তাকায়, সে মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করেই ফেলেছে। সুতরাং তোমার ডান চোখ যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা উপড়ে ফেল, দূরেই ফেলে দাও! তোমার গোটা শরীরটা নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে তোমার পক্ষে একটা অঙ্গ হারানোই বরং ভাল। তেমনি তোমার ডান হাত যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা কেটে ফেল, দূরেই ফেলে দাও! তোমার গোটা শরীরটা নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে তোমার পক্ষে একটা অঙ্গ হারানোই বরং ভাল।

৪.৩.২

[প্রাচীন কালে] এ কথাও তো বলা হয়েছিল: ‘যে-কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে, সে তাকে ত্যাগপত্র দিয়েই তা করুক!’ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি: যে-কেউ অবৈধ সম্পর্কের কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে, সে তাকে ব্যভিচারের পথেই নামিয়ে দেয়; আর কারও পরিত্যক্তা স্ত্রীকে যে-কেউ বিয়ে করে, সে কিন্তু ব্যভিচারই করে।

সার-সংক্ষেপ
ঈশ্বর আমাদেরকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়েছেন। এগুলো অতি মূল্যবান দান। কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয় সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে মানুষের অনেক ক্ষতি হয়। যেমন, চোখ দিয়ে এমন অনেক কিছু দেখা যায়, যার ফলে মানুষের মনে নানা বাজে চিন্তার উদ্রেক হয়। অশ্লীল বস্তু বা চিত্র দেখলে মনে কু-চিন্তার উদয় হয়। সুতরাং পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে আমাদের হৃদয়-মনের পবিত্রতা/শুচিতা রক্ষা করা সম্ভব। একজন পুরুষ যদি একজন নারীর প্রতি কাম-লালসার দৃষ্টি নিয়ে তাকায়, তাহলে তার নিজের ও নারীর ব্যক্তি-মর্যাদারই অপমান করা হয়। তাই যীশু মানুষকে শিক্ষা দেন যে, পরিত্রাণ লাভ করতে হলে নারী পুরুষকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং সমাজেও সমান অধিকার দিতে হবে।

মনে রাখুন
"আপনার সমস্ত শরীরটা নরকে যাওয়ার চাইতে আপনার পক্ষে একটা অঙ্গ হারানোই ভাল।"

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

পঞ্চেন্দ্রিয়
চোখ, নাক, কান, মুখ ও ত্বক – এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়কেই পঞ্চেন্দ্রিয় বলে। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা এই পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিসের রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ অনুভব করতে পারি, সৌন্দর্য উপভোগ করে থাকি।

ব্যভিচার
স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অবৈধ যৌনসম্পর্কই ব্যভিচার। মানুষ যখন তার ভিতরের কু-বাসনা বা অসৎ চিন্তার প্রলোভনে প'ড়ে কোন গুরুতর অপরাধ করে তখন সে ব্যভিচার করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আপনার ডান হাত যদি আপনার পতনের কারণ হয় তবে কী করবেন?
ক) ডান হাত দিয়ে বেশি কাজ করবেন
খ) ডান হাত যত্নে রাখবেন
গ) ডান হাত কেটে ফেলবেন
ঘ) ডান হাতের শক্তি আরো বাড়াবেন

২। কারো পরিত্যক্তা স্ত্রীকে যে-কেউ বিয়ে করে সে কী করে?
ক) উত্তম কাজ করে
খ) ব্যভিচারই করে
গ) অসামাজিক কাজ করে
ঘ) ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে যায়

৩। কেউ যদি কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসার দৃষ্টি নিয়ে তাকায় তবে সে কী করে?
ক) অশ্লীল আচরণ করে
খ) সামাজিক আইন ভঙ্গ করে
গ) বেহায়াপনা করে
ঘ) মনে মনে ব্যভিচার করে

পাঠ–৪ : শত্রুকে ভালোবাসার বিষয়ে শিক্ষা
(মথি ৫:৪৩-৪৮)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- শত্রুকে ভালোবাসার মহত্ত্ব ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যীশু শত্রুকে কিভাবে ভালোবাসতে বলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মনুষ্যত্বের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৪.৪.১ শত্রুকেও ভালবাসতে হবে

তোমরা শুনেছ যে, [প্রাচীন কালের মানুষদের] এই কথা বলা হয়েছিল: 'তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে' আর তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে।' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি: তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালোইবাস; যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর। এই ভাবেই তোমরা তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতার প্রকৃত সন্তান হয়ে উঠবে। কারণ সৎ-অসৎ সকলেরই জন্যে তিনি ফুটিয়ে তোলেন তাঁর সূর্যের আলো, আর ধার্মিক অধার্মিক সকলেরই ওপর তিনি নামিয়ে আনেন তাঁর বৃষ্টিধারা। যারা তোমাদের ভালোবাসে, শুধু তাদেরই যদি ভালোবাস, তবে তোমরা কী পুরস্কারই বা আশা করতে পার? করগ্রাহকেরাও কি ঠিক তাই করে না? তেমনি তোমরা যদি শুধু নিজেদের ভাইদের সঙ্গেই কুশল আলাপ কর, তবে কী-ই বা এমন-কিছু করলে? ... বিধর্মীরাও কি ঠিক তাই করে না? কাজেই তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র, তেমনি তোমাদেরও হতে হবে সম্পূর্ণ পবিত্র।

সার-সংক্ষেপ

এখানে যীশু প্রেমের নতুন শিক্ষা ও আদেশ দেন যে, সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। তারা আমাদের প্রতিবেশী ও ভাইবোন। তাই তাদেরকে আমাদের নিজের মতোই ভালোবাসতে হবে। এমন কি যারা আমাদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন করে তাদেরও ভালোবাসতে হবে। যীশুর এই নতুন আদেশ সকল মানুষকে, এমনকি শত্রুকেও অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে শেখায়। যীশু চান আমরা যেন কারও বিরুদ্ধে শত্রুতা না করি। আর যারা আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করে তাদেরও যেন উপকার করি এবং তাদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করি। যীশু আরো বলেন যে, সর্বজনীন, নিরবচ্ছিন্ন ও আন্তরিক ভালোবাসা দ্বারাই আমরা স্বর্গীয় পিতার প্রকৃত সন্তান হয়ে উঠতে পারি। কারণ তিনি বিশ্বজগতকে এভাবেই ভালোবাসেন।

মনে রাখুন

"তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালোইবাস; যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর।"

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

স্বর্গস্থ পিতা/স্বর্গনিবাসী পিতা

ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন বটে, তবে "ঊর্ধ্বে" তাঁর অবস্থান, সবকিছু ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক দিব্যলোকেই, একান্ত আধ্যাত্মিক এক অমৃতলোকেই তাঁর অধিষ্ঠান। তিনি পরম পবিত্র, পরম মঙ্গলময় বলে মানুষ তাঁর প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধাভক্তি দেখায়।

প্রতিবেশী

পুরাতন নিয়ম অনুসারে প্রতিবেশী বলতে কাছাকাছি স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিকে অর্থাৎ স্বজাতিকে বুঝানো হতো। নতুন নিয়মে প্রতিবেশী বলতে যীশু অযিহুদী ও যিহুদী অর্থাৎ সবাইকে বুঝিয়েছেন। কারণ তিনি প্রত্যেকের জন্যই প্রাণ দিতে এসেছেন। ঈশ্বরকে ভালোবাসার পরই হলো প্রতিবেশীকে ভালোবাসার স্থান। আশে পাশে অবস্থানরত প্রত্যেক ব্যক্তিই হলো প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিবেশী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শত্রুকে যীশু কী করতে বলেন?
ক) ঘৃণা করতে খ) প্রতিশোধ নিতে গ) ভালোবাসতে ঘ) হিংসা করতে

২। যীশু নির্যাতনকারীর জন্য কী করতে বলেন?
ক) এড়িয়ে যেতে খ) মঙ্গল প্রার্থনা করতে গ) ধৈর্য ধরতে ঘ) সাহায্য করতে

৩। আপনি কিভাবে স্বর্গীয় পিতার প্রকৃত সন্তান হতে পারেন?
ক) নিয়মিতভাবে প্রার্থনা করে খ) গরীবদের সাহায্য করে
গ) শত্রুকে ভালোবেসে ঘ) কারো প্রতি অন্যায় না করে

পাঠ–৫ : দান, প্রার্থনা ও উপবাস সম্বন্ধে শিক্ষা
(মথি ৬:১-১৮)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- ভিক্ষাদানের ফল কী তা লিখতে পারবেন।
- যীশু প্রার্থনার বিষয়ে যে শিক্ষা দিয়েছেন সে সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রকৃত উপবাস কি, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

৪.৫.১ দানকর্ম যেন লোক-দেখানো ব্যাপার না হয়

সাবধান, সকলের সামনে নিতান্তই লোকদের দেখাবার জন্যে কোন ধর্মকর্ম করতে যেয়ো না! তা যদি কর, তবে তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতার কাছ থেকে তোমরা কিন্তু কোন পুরস্কারই পাবে না। তাই, যখন তুমি কাউকে ভিক্ষা দাও, তখন তুরী বাজিয়ে তা ঘোষণা করতে যেয়ো না! ভন্ড লোকেরাই তো মানুষের প্রশংসা কুড়োতে যত সমাজগৃহে ও পথে-ঘাটে সেইভাবে ভিক্ষা দিয়ে থাকে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তাদের পুরস্কার তারা পেয়েই গেছে। যখন তুমি কাউকে ভিক্ষা দাও, দেখো, তোমার ডান হাত যে কী করছে, তোমার বাঁ হাত যেন তা জানতে না পারে! তোমার এই ভিক্ষাদান বরং গোপনই থাকুক! তাহলে তোমার পিতা, যিনি গোপন সব-কিছু দেখতে পান, তিনি তোমাকে পুরস্কৃতই করবেন।

৪.৫.২ প্রার্থনা যেন লোক-দেখানো ব্যাপার না হয়

তেমনি, তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন ভন্ডদের মতো তা ক'রো না। তারা যত সমাজগৃহে আর চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়েই প্রার্থনা করতে ভালোবাসে, যাতে তারা সকলের নজরে পড়ে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তাদের পুরস্কার তারা পেয়েই গেছে। যখন তুমি প্রার্থনা কর, তুমি বরং তখন তোমার নিজের ঘরেই যাও, আর দরজা বন্ধ ক'রে তোমার পিতাকেই ডাক, সেই গোপনেই থাকেন যিনি। তাহলে তোমার পিতা, যিনি গোপন সব-কিছু দেখতে পান, তিনি তোমাকে পুরস্কৃতই করবেন।

৪.৫.৩ প্রার্থনা কেমন হওয়া উচিত

প্রার্থনার সময় তোমরা বিধর্মীদের মতো অযথা বেশি কথা ব'লো না! কারণ তারা মনে করে যে, কথার জোরেই তাদের প্রার্থনা পূর্ণ হবে। না, তাদের মতো হয়ো না, কারণ তোমরা কিছু চাইবার আগেই তোমাদের পিতা জানেন, তোমাদের কী কী প্রয়োজন আছে। তাই তোমাদের এই ধরনের প্রার্থনা করা উচিত:

‘হে আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা,
তোমার নাম পূজিত হোক,
তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক,
তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পূর্ণ হয়,
তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক।
আজকের অন্ন আজই আমাদের দান কর।

আমরা যেমন অন্যের অপরাধ ক্ষমা করি,
তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর।
আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিও না,
বরং সেই মহা অসতের হাত থেকে আমাদের সর্বদাই রক্ষা কর!

সত্যিই, তোমরা যদি পরের অপরাধ ক্ষমা কর, তাহলে তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতাও তোমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু তোমরা যদি পরকে ক্ষমা না কর, তাহলে তোমাদের পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন না।

৪.৫.৪ উপবাস যেন লোক-দেখানো না হয়

তোমরা যখন উপোস কর, তখন ভন্ডদের মতো বিষণ্ন ভাব দেখিয়ো না। তারা যে উপোস করছে, সেটা লোকদের দেখাবার জন্যেই তো তারা মুখখানা অমন শুকনো ক'রে রাখে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তাদের পুরস্কার তারা পেয়েই গেছে। যখন তুমি উপোস কর, তুমি বরং তখন মাথায় তেল মেখো, চোখমুখ ধুয়ো, যাতে তুমি যে উপোস করছ, মানুষ যেন তা জানতে না পারে, যেন জানতে পারেন শুধু তোমার পিতা, সেই গোপনেই থাকেন যিনি। তাহলে তোমার পিতা, যিনি গোপন সব-কিছু দেখতে পান, তিনি তোমাকে পুরস্কৃতই করবেন।

সার-সংক্ষেপ

যীশু চান, যখন আমরা ভিক্ষাদান করি তখন তা যেন গোপনে করি। আমার ডান হাত কী করছে আমার বাঁ হাত যেন তা জানতে না পারে। প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সংগে মানুষের মিলন ও সম্পর্কের যোগসূত্র। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে তাঁর সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলা এবং তাঁর কথা শোনাই হলো আসল প্রার্থনা। প্রার্থনায় থাকতে হবে আন্তরিকতা, ভক্তি, বিনম্রভাব ও একাগ্রচিত্ততা। যীশু বোঝাতে চাচ্ছেন যে, বিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে মনোযোগ ও ভক্তি সহকারে স্বল্প অথচ অর্থপূর্ণ কথায় প্রার্থনা করলে ঈশ্বরের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রকৃত মুক্তি লাভ করা যায়। ঈশ্বর আমাদের মুক্তি দিতে প্রস্তুত এক শর্তে, তা হল আমরা যেন অপরের দোষ ক্ষমা করি। ক্ষমা ঈশ্বরের স্বভাব বা গুণ। আমরা অপরের দোষ ক্ষমা না করলে ক্ষমাশীল ঈশ্বরের ক্ষমার দান গ্রহণ করতে আমরা অপারগ হই। খ্রীষ্টান আইন অনুসারে প্রায়শ্চিত্তকালে আমরা পুনরুত্থান পর্বের জন্য প্রস্তুতি এবং মরুভূমিতে যীশুর চল্লিশ দিন যাবৎ উপবাস স্মরণে তপস্যা ও উপবাস করি। উপবাসের লক্ষ্য কেবল অল্প আহার করা কিংবা আহার থেকে বিরত থাকাই নয়। পক্ষান্তরে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার কারণে পাপাসক্তি ও কু-অভ্যাস দমন করে খ্রীষ্টে আমাদের জীবন নবীকরণ করাই আসল উপবাস। যীশু বুঝাতে চেয়েছেন যে, সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বিনম্রচিত্তে উপবাস করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক সুন্দর হয়।

মনে রাখুন

"সত্যিই, তোমরা যদি পরকে ক্ষমা কর, তাহলে তোমাদের পিতাও তোমাদের ক্ষমা করবেন।"

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

ভিক্ষাদান

ভিক্ষাদান হলো গরীব-দুঃখীদের প্রতি ভ্রাতৃপ্রেমের একটি বাহ্যিক নিদর্শন। যীশু বলেন যে, ভিক্ষাদান গোপনে এবং কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে করা উচিত। যেহেতু পিতা ঈশ্বর মানুষের গোপন চিন্তা ও সবকিছু দেখেন, সেহেতু তিনি এই ভ্রাতৃপ্রেমপূর্ণ ভিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পুরস্কার দেবেন।

প্রার্থনা

ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই প্রকৃত প্রার্থনা। আর এই ধরনের প্রার্থনায় থাকতে হবে আন্তরিকতা, ভক্তি, বিনম্রভাব ও একাগ্রচিত্ততা। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের মনোভাব ত্যাগ করে যীশু প্রার্থনা করতে বলেন। তাহলেই পিতা ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়ে যথাযোগ্য পুরস্কার দান করবেন। যীশু আরো বলেন, বিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে মনোযোগ ও ভক্তি সহকারে স্বল্প অথচ অর্থপূর্ণ কথায় প্রার্থনা করলে ঈশ্বরের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। "প্রভুর প্রার্থনা" হল আদর্শ প্রার্থনা। এ প্রার্থনাটির আবেদন সর্বজনীন, গভীর ও চিরস্থায়ী।

উপবাস

পুরাতন নিয়মের প্রথম দিকে দেখা যায়, উপবাস ছিল শোকপ্রকাশ ও অনুতাপের প্রতীক। মোশীর আইনে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকাকে উপবাস বলা হতো। নতুন নিয়মে আমরা মরুভূমিতে যীশুর চল্লিশদিন ব্যাপী উপবাস ও শয়তানের প্রলোভনকে জয় করার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে উপবাস পালন করি এবং তপস্যা ও ধ্যান সাধনার মধ্য দিয়ে পুনরুত্থান পর্বের জন্য প্রস্তুতি নেই। উপসবের অর্থ শুধু অল্প আহার করা বা পূর্ণ আহার থেকে বিরত থাকা নয়, বরং পাপের শক্তি ও কু-অভ্যাস দমন করে খ্রিষ্টেতে আমাদের জীবন নবীকরণ করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কিভাবে ভিক্ষাদান করলে আপনি স্বর্গনিবাসী পিতা কর্তৃক পুরস্কৃত হবেন?
ক) ঢাকঢোল পিটিয়ে খ) লোকজনকে দেখিয়ে গ) গোপনে ঘ) সকলকে জানিয়ে

২। যীশু কোথায় গিয়ে প্রার্থনা করতে বলেন?
ক) সমাজগৃহে খ) ঘরের দরজা বন্ধ করে গ) চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ঘ) বনে-জঙ্গলে

৩। স্বর্গনিবাসী পিতার কাছ থেকে ক্ষমা পেতে হলে আপনাকে কী করতে হবে?
ক) প্রার্থনা করতে হবে খ) পরের অপরাধ ক্ষমা করতে হবে
গ) পরের দোষগুলো খুঁজে বের করতে হবে ঘ) পরের সাথে ঝগড়াবিবাদ মিমাংসা করতে হবে

৪। যীশু কোন্ ধরনের উপবাস করতে নিষেধ করেন?
ক) ভন্ডদের মতো খ) ধার্মিকদের মতো গ) সন্ন্যাসীদের মতো ঘ) প্রাচীনদের মতো

৫। উপবাস করলে যীশু কী করতে বলেন?
ক) মাথায় তেল দিতে খ) মুখ শুকনো রাখতে গ) কোন কাজ না করতে ঘ) শুধু প্রার্থনা করতে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। যীশু কাদের ধন্য বলে আখ্যায়িত করেন? (অনুচ্ছেদ ৪.১.১ – ৪.১.৩ দেখুন)
২। যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে কাদের সাথে এবং কেন তুলনা করেন? (অনুচ্ছেদ ৪.১.৪ – ৪.১.৬ দেখুন)
৩। যীশু কেন মানুষকে ধার্মিকতার পথে ডাকেন? (৪.১ এর সারমর্ম দেখুন)
৪। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করলে যীশু তাকে কী করতে বলেন? (অনুচ্ছেদ ৪.২.১ – ৪.২.২ দেখুন)
৫। প্রতিশোধ না নিয়ে তার পরিবর্তে যীশু কী করতে বলেন? (অনুচ্ছেদ ৪.২.৩ দেখুন)
৬। ক্ষমার বিষয়ে যীশু যে শিক্ষা দিয়েছেন তা বর্ণনা করুন। (অনুচ্ছেদ ৪.২.৪ – ৪.২.৬ দেখুন)
৭। যীশু মানুষকে শুচি থাকার জন্য কী করতে বলেন? (অনুচ্ছেদ ৪.৩.১ দেখুন)
৮। শুচিতার বিষয় বলতে গিয়ে যীশু স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে কী বলেন? (অনুচ্ছেদ ৪.৩.১ –৪.৩.২ ও সারমর্ম দেখুন)
৯। যীশু শত্রুকে কিভাবে ভালোবাসার নির্দেশ দেন? (অনুচ্ছেদ ৪.৪.১ দেখুন)
১০। শত্রুকে কেন আমাদের ভালোবাসতে হবে? (৪.৪ এর সারমর্ম দেখুন)
১১। যীশু কিভাবে ভিক্ষাদান করতে বলেন এবং কেন? (অনুচ্ছেদ ৪.৫.১ দেখুন)
১২। যীশু প্রার্থনার বিষয়ে কী শিক্ষা দেন? (অনুচ্ছেদ ৪.৫.২ দেখুন)
১৩। যীশুর শেখানো প্রার্থনাটি লিখুন। (অনুচ্ছেদ ৪.৫.৩ দেখুন)
১৪। উপবাসের বিষয়ে যীশুর শিক্ষা কী ছিল? (অনুচ্ছেদ ৪.৫.৪ দেখুন)
১৫। **শব্দটীকা লিখুন**
ক) অন্তরে যারা দীন; অষ্টকল্যাণবাণী (আটটি সুখ-পন্থা); জগতের লবণ ও আলো (অনুচ্ছেদ ৪.১ শব্দটীকা)
খ) মহাসভা, প্রতিশোধ (দেখুন ৪.২ শব্দটীকা)
গ) ব্যভিচার (দেখুন ৪.৩ শব্দটীকা)
ঘ) স্বর্গনিবাসী পিতা, প্রতিবেশী (দেখুন ৪.৪ শব্দটীকা)
ঙ) ভিক্ষাদান, প্রার্থনা, উপবাস (দেখুন ৪.৫ শব্দটীকা)

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১

১। ক, ২। খ, ৩। ঘ, ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২

১। ক, ২। গ, ৩। খ, ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৩

১। গ, ২। খ, ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৪

১। গ, ২। খ, ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৫

১। গ, ২। খ, ৩। খ, ৪। ক, ৫। ক